থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN
MAGAZINE
An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India
DAUL A Theatre Group©2013-19

Editor of
Autumn Edition 2019
Dr. Saurav Dasthakur
Associate Professor, Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal

Title: কলকাতার সংগীত চর্চায় আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) মহাশয়ের অবদান [*Kolkatar Sangeet Charchai Ashutosh Dev (Chatu Babu) Mohashoi-er Obodan*]

Author(s): Chandrani Das

Published: 23 December 2019

কলকাতার সংগীত চর্চায় আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) মহাশয়ের অবদান © 2019 by Chandrani Das is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 7, Issue 10-14, 2019

Autumn Edition
September-October

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

কলকাতার সংগীত চর্চায় আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) মহাশয়ের অবদান

- চন্দ্রানী দাস
সহকারী অধ্যাপক,
কণ্ঠসংগীত বিভাগ,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা

কলকাতার সাংস্কৃতিক ধারার ক্রমবিকাশে তৎকালীন অভিজাত পরিবারগুলির অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সেসব পরিবারগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সংস্কৃতির সাহচর্যে কলকাতার সমাজ সংস্কৃতির জীবনধারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে নগর কলকাতাকে অনেক উন্নত করেছে। কলকাতা নগরী পত্তনের পূর্বকালে গ্রাম কলকাতায় ভদ্র পরিবার তথা ধনী পরিবার তথা অভিজাত পরিবার হিসেবে শেঠ ও বসাক উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গের নাম উল্ল্যেখ করা যায়। জানা যায়, শেঠ বসাকরা হল আদি কলকাতার প্রথম অভিজাত পরিবার। এঁদের আর্থিক কৌলিন্য ইংরেজ বণিকদের আনুকূল্যেই ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে কলকাতায় যেসব অভিজাত পরিবার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেসব পরিবারগুলির মধ্য থেকেই কলকাতায় একটি আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। বলা যায়, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহচর্যে আর্থ সামাজিক উন্নতির ধারায় বহু নব্য ধনী বিত্তবান পরিবারের উত্থান ঘটে এবং তাদের চর্চিত সংস্কৃতির ধারাতেই সৃষ্ট হয়েছিল তৎকালীন কোলকাতার 'বাবু সমাজে'র সাংস্কৃতিক চর্চা। ব্যবসায়িক সম্পর্কেই ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে এই সকল পরিবারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তাছাড়া নব্য অভিজাত পরিবারগুলির বংশপরম্পরায় পরবর্তীকালে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবার বিরাজমান ছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে সেসময় বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার ফলেও সংস্কৃতিসম্পন্ন অনেক নব্য অভিজাত পরিবারের সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতার সাংস্কৃতিক চর্চার ক্রমবিকাশে এই নব্য অভিজাত পরিবারগুলির অবদান বিশেষ ভাবে

উল্লেখযোগ্য। সেসব অভিজাত বাঙালি পরিবারগুলির মধ্যে শোভাবাজার রাজ-পরিবার, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার, শিমূলিয়ার দেব পরিবার, পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবার, ঠনঠনিয়ার ঘোষ পরিবার, কুমোরটুলির সরকার পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, পাইকপাড়ার রাজবংশ বা সিংহ বংশ, নিমতলার মিত্র পরিবার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা নগরীর সংস্কৃতি চর্চায় শিমুলিয়ার দেব পরিবারের স্মরণীয় অবদান রয়েছে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামদুলাল (দেব) সরকার (১৭৫২-১৮৫২)। রামদুলাল সরকার ছিলেন ইংরেজ আমলের একজন বিশিষ্ট ধনপতি। তিনি ছিলেন প্রাচীন কলকাতার প্রথম সারির প্রসিদ্ধ কয়েকজন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ছাতুবাবু বা আশুতোষ দেব (১৮০৫-১৮৫৬) বাংলা সংগীত জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর আচরণে পরহিতৈষী একটা মনোভাব প্রত্যক্ষিত হয়। পড়াশুনা এবং সংগীতের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ ছিল। তিনি বিখ্যাত উস্তাদ রেজা খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতেও সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। সমাজ সংস্কার সাধনে তাঁর প্রভূত অবদান রয়েছে। তিনি ইংরেজ আমলে প্রথম দেশীয় আদালতের জুরিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। জানা যায়, তিনি ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সমাজের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তেমনি সমাজের অনেক অন্যায় কাজের প্রতিবাদও করেছিলেন। প্রকৃতঅর্থেই তিনি একজন সমাজসেবী ছিলেন। জানা যায়,

> রক্ষণশীল ধর্মসভার সভ্য হয়েও স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন এবং নিজ কন্যাকে বাড়িতে বাংলা, উর্দু ও ব্রজবুলি শিখিয়েছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ‘হিন্দু ফিমেল স্কুল’ স্থাপনে বেথুন সাহেবকে সক্রিয় সমর্থন করেন এবং এই কাজে ডাফ সাহেবকেও সাহায্য করেছিলেন। হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে (১৮৪৬) দশ

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

হাজার টাকা দান করেন। অতিথিশালা, দেবালয় এবং গঙ্গার ঘাট নির্মাণে প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। ...বহু অর্থব্যয়ে পন্ডিতদের সাহায্যে পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে দেবনাগরী লিপির বদলে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করান। (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলী বসু ৫৬)

কলকাতায় নিয়মবদ্ধ নাগরিক সংগীত বা অভিজাত সংগীত চর্চায় বিত্তশালী ছাতুবাবুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একাধারে গীতিকার, সংগীতকার ও সেতারবাদক। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, তিনি সংগীতের পৃষ্ঠপোষকরূপে বাংলা গানের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। বিডন স্ট্রিটে স্থাপিত ছাতুবাবুর অট্টালিকা তৎকালীন সংস্কৃতিচর্চার একটা আশ্রয়স্থল ছিল। ছাতুবাবুর বাসভবনে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত 'সংগীতসভা'। তাঁর বাসভবনে আয়োজিত এই সাংগীতিক পরিমণ্ডল সে সময়ের সংস্কৃতির জগতে একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। তাঁর আমন্ত্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীরা সেই 'সংগীতসভা'য় সংগীত পরিবেশন করেছেন। শোনা যায়, তৎসময়ে কলকাতায় আগত পশ্চিমী সংগীত শিল্পীদের প্রায় সবাই ছাতুবাবুর 'সংগীতসভা'য় যোগদান করেছিলেন। এমনকি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক সংগীতগুণী তাঁর গৃহে অবস্থান করে সংগীতাসরে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন এবং তাঁরা সেইসময়ে অনেক বাঙালীদেরও সংগীত শিক্ষা দিতেন। তাঁর 'সংগীতসভা'য় বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদী রামকেশব ভট্টাচার্য, লখনৌর সেতারী উস্তাদ রেজা খাঁ, বাংলার ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখজনের নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি নিজেও ছিলেন উত্তম সেতার-বাদক ও গায়ক এবং বাংলা টপ্পা গান তথা ভক্তি সংগীত ও প্রণয় সংগীত রচয়িতা ছিলেন। তাঁর উন্নত রচনা শৈলীর জন্য তিনি টপ্পা গানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে সেতার বাদক রূপেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এহেন সংস্কৃতিমনা আশুতোষ দেব তাঁর বাসভবনে একটি নাট্যমঞ্চও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জানা যায়, সেই নাট্যমঞ্চে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় অনুবাদ নাটক 'শকুন্তলা' প্রথম অভিনীত হয়।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

‘পরম্পরা’ নামক গ্রন্থ থেকে আশুতোষ বাবুর সংগীত চর্চা সম্বন্ধে জানা যায়,

> বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের পুত্র ধ্রুপদী রামকেশব ভট্টাচার্য সাতুবাবুর সংগীত সভায় নিযুক্ত ছিলেন। পশ্চিমের কোনও এক প্রান্ত থেকে আগত সেতারী রেজা খাঁ সাতুবাবুর গৃহে দীর্ঘদিন শিক্ষক হিসাবে বসবাস করে গেছেন। তাঁর এখানে অবস্থান হেতু একাধিক বাঙালি তাঁর কাছে সেতার যন্ত্রে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। সাতুবাবু রেজা খাঁর শিক্ষায় নিজেকে পরিশ্রমের মাধ্যমে তৎকালীন কলকাতার সংগীত সমাজে সেতার বাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি কিছু কিছু টপ্পা গান রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।
>
> বরোদা থেকে প্রসিদ্ধ গায়ক মৌলা বখসকে তিনি কলকাতায় আনান এবং এক গানের জলসায় এক সহস্র টাকা পারিতোষিক দেন। কলকাতায় শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ, কান্তাপ্রসাদ, জুয়ালা প্রসাদ মিশ্র, মুরাদ আলি খাঁ প্রভৃতি তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন এবং সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গানের জলসা বসত। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের ‘সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম’ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তিনি তিন সহস্র টাকা দান করেন। গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খেয়াল গাইয়ে আহম্মদ খাঁকে কলকাতায় আনার গৌরব তাঁর। এই একই সঙ্গে মৌলা বখসও আসেন। দিল্লী নিবাসী খেয়ালী বন্দে খাঁর সংগীতও একই দিনে পরিবেশিত হয়। শুধু বড় বড় নিমন্ত্রিতরাই নয়, বহু জনসাধারণও এই গান শুনতে আসতেন। সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত সহস্রাধিক লোক এই জলসায় মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকেন। (মীনাক্ষী বিশ্বাস 133)

আশুতোষ দেব অসংখ্য বাংলা গান রচনা করে গেছেন। তাঁর রচিত গানগুলির অধিকাংশ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব সংকলিত 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া দুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত 'বাঙালির গান' নামক গ্রন্থেও তাঁর রচিত কিছুসংখ্যক গান লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর রচিত ভক্তিমূলক গানগুলির মধ্যে যেমন আগমনী, কালীবন্দনা, শিববন্দনামূলক গান রয়েছে তেমনি অধিকাংশ ভক্তিমূলক গানে ভক্তিভাবের চাইতেও মানবীয় অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এমন কি, কিছু কিছু গানে সামগ্রিকভাবেই ব্যক্তিমানসের প্রেম, বিরহ এবং দুঃখ বেদনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁর সমকালীন ভক্তিসংগীত রচয়িতাগণের গানগুলির মধ্যে মূলত ভক্তিভাবেরই প্রাধান্য রয়েছে। তাঁর রচিত গানগুলি ভাষা, বিষয়বস্তু ও সুরের বিচারে উন্নত পর্যায়ের কাব্যসংগীত। গানগুলি কথা ও সুরের সমন্বয়ে এক বিশেষ উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে। তিনি রাগ ও তালে নিবদ্ধ অসংখ্য ভক্তিমূলক এবং প্রেমমূলক বাংলা গান রচনা করে গেছেন। তাঁর গানগুলি সেসময়ে বৈঠকী গান হিসাবে বাংলা গানের জগতে সমাদৃত হয়েছিল। বাংলা টপ্পা গানের জগতেও তিনি রচয়িতা হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। যদিও বর্তমানে বাংলা গানের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তথাপি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাংলা গানের জগতে তাঁর রচিত গানগুলির মূল্য উপেক্ষনীয় নয়। তাই সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিম্নে কয়েকটি গানের নমুনা দেওয়া হল এবং 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থ থেকে তাঁর গানগুলির প্রথম লাইনগুলি লিপিবদ্ধ করা হল। কাব্যিক বিচারে এবং সুর রচনার প্রেক্ষিতে গানগুলির অসাধারণত্ব রূপ ফুটে উঠেছে।

নিম্নে আশুতোষ বাবুর রচিত কয়েকটি গানের নমুনা দেওয়া হলঃ

ঝিঁঝিট - ঢিমা তিতালা

আমার মনের দুঃখ মনে রহিল

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

এ ছার পীরিতি ক'রে দুকুল গেল,

হ'য়ে কালা কলঙ্কিনী, ঝুরি দিবস-রজনী

তাহে পাপ-ননদিনী, কি কাল হ'ল।।

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২৩৩)

বারোয়াঁ – ঠুংরি

মন ভাবরে ভবসাগরে তরনী ব'য়ে যায়।

কর গুরুপদাশ্রয়, তরিবে ত্বরায়।।

অসার সে আশাঢেউ, তাহে তব জীর্ণ নৌ

পাড়িয়াছে মহাবর্ত্তে, আশু করবে উপায়।।

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২৩২)

ভৈরবী- যৎ

কি হবে সখি বলনা-

আর সহেনা শ্রীহরি-বিচ্ছেদ-যাতনা,

শুন গো সজনী, দিবস-রজনী,

ঝরিছে নয়নবারি, নিবারণ হয় না।

প্রাণ হরি প্রাণহরি গেছে মধুপুরী

কিসে তারে আশু হেরি উপায় কর না।।

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২৩১)

গুঞ্জরী- তেওড়া[৭]

কালভয়-বারিণী, কপালিনী

কালরূপিনী, কাল-কামিনী।

শম্ভুভামিনী শুম্ভঘাতিনী

সমরবাসিনী, সুরবন্দিনী।।

স্মর হর মনমোহকারিণী, সত্যবাদিনী

তত্ত্বদায়িনী ত্রাসনাশিনী।

ত্রাণকারিণী, তিমিরবরণী

ত্রিগুণবারিণী, ত্রিদেবজননী।।

ত্রিলোকেশী তেজরূপিনী, অন্নদায়িনী

অমরপালিনী, অসুরদলনী।

আদিকারিণী, আশুতোষ-হৃদিবিলাসিনী

আত্মারূপিণী।।

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২৩০)

টোড়ি – চৌতাল[৮]

বাণেশ্বর বামদেব শঙ্কর গিরীশ গিরিজাপতি

শম্ভু দেবাদিদেব মহাদেব হর হর হর।

ভূতনাথ শৈলকন্যাবর,

শিব পিনাকপাণে, শূলপাণে

ঈশান আশুতোষ হে ত্রিগুণধর।।

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২২৯)

মূলতানী- ধামার

সতত রসনে পোষণে তোষণ করেছি নানা রসে

তাহার পরিশোধ করো তুমি চরমে থাকিয়ে বসে।।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করুণাময় মাধব লবে লবে বিশেষে।

সব কহিতে আশু যদি না পার,

আধো বা আদ্যাভাষে।।

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২২৮)

পিলু

স্বপনে তাহার সনে হইল মিলন।

না করি বিচ্ছেদ-ভয়ে আঁখি উন্মীলন।।

নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন-প্রাণ হয় সুখী

স্বপন স্বপন হ'লে না রবে জীবন।।

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২২১)

থেসপিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

আশুতোষ দেবের রচিত গানগুলি কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব সংকলিত ‘সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে সেসব গানগুলির প্রথম পংক্তি রাগ-তাল নাম সহ উল্লেখ করা হল:

১) ওগো জয়া বল জয়া কখন আসিবে	‘ভৈরব’, ‘আড়া-তিতালা’
২) কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ	‘ভৈরব’, ‘আড়া-তিতালা’
৩) তারা চরণাম্বুজ তরি বিতর তড়ি	‘ভৈরব’, ‘আড়া-তিতালা’
৪) কবে উমারে লইয়ে আসিবে হে গিরি	‘ললিত’, ‘ধিমা-তিতালা’
৫) ওহে সুদৃশ্য আইল শরদ, শারদা আনিতে হবে	‘ললিত’, ‘ধিমা-তিতালা’
৬) অনুপম সরোবর তুমি হে তরুণ	‘ললিত’, ‘ধিমা-তিতালা’
৭) স্বপনে তাহার সনে হইল মিলন	‘পিলু’
৮) মন যারে চায় সে কোথায় রহিল বল না	‘পিলু’
৯) পীরিতি কি রীতি সখি বিচ্ছেদ হয় যে পরে	‘সিন্ধু-ভৈরবী’, ‘আড়া’
১০) প্রেম যে পরম ধন ঘটয়ে কি যারে তারে	‘সিন্ধু-ভৈরবী’, ‘আড়া’
১১) দারুণ বিরহ- দুখে প্রাণ বাঁচে কি না বাঁচে	‘সিন্ধু-ভৈরবী’, ‘আড়া’

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

১২) বচনে বিরহ দুখ নাহি হয় নিবারণ	'সিন্ধু-ভৈরবী', 'পিলু'
১৩) শয়নে স্বপনে মনে অন্য কিছু নাহি জানি	'সিন্ধু-ভৈরবী', 'পিলু'
১৪) প্রেম যে পরমমনি, সে মনি কি সবে চিনে	'সিন্ধু ভৈরবী', 'পিলু'
১৫) বিচ্ছেদের এই ভান সদাই রাখি চেতন	'সোহিনী'
১৬) প্রাণ যায় যাবে, তাহে কিছু নাহি ভয়	'আড়া'
১৭) আমার মন যে বুঝে না আমি কি করি	'আড়া'
১৮) আমি আর কি সে জনে কভু পাইব	'আড়া'
১৯) গো কালী কে জানে তোমার মহিমা	'ধীমা'
২০) নীরদবরণী কেরে সমরে বিহরে	'আড়া'
২১) ত্রিপুরেশ্বরী তারা ত্রিগুণা ত্রিনয়না	'ধীমা'
২২) শ্যামকে সবি সাধে	'ধীমা'
২৩) কিসের কারণে আজি হেরি যোগিবেশ	'আড়া'
২৪) হেরিয়ে চিকন কালা কুল কি থাকে সই	'মাঝঠেকা'

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

২৫) পার কি বলিতে ললিতে আসিবে কি না আসিবে	'ধীমা'
২৬) রহে কিনা রহে দেহে প্রাণ	'বেহাগ', 'তিওট'
২৭) নিবারণ নাহি মানে মন	'বেহাগ', 'তিওট'
২৮) বারে বারে মন তারে চায়	'বেহাগ', 'তিওট'
২৯) সখী সে না মনে করে কেন	'গারা', 'ধীমা'
৩০) কেরে বারিদবরণী কপালিনী সমর-তরঙ্গে	'চেতা গৌরী', 'ধীমা'
৩১) ভাব হেমজবরণী রাধাবালা, কৃষ্ণ-বিলাসিনী মননে	'ধীমা'
৩২) ওগো মায়া হর-জায়া, অভয়া হের কৃপয়া	'সরপরদা'
৩৩) নবীন নাগর নবীনা নাগরী	'আড়া'
৩৪) গোকুল অবলা মন চোরা কালা	'আড়া'
৩৫) পর্য্যঙ্কে অসংখ্য সুখে শয়নে রয়েছে সাধে	'আড়া'
৩৬) রজনী পোহায়, নিশাপতি যায়	'আড়া'
৩৭) ওগো নগেন্দ্রজায়া, আনিবারে মহামায়া	'আড়া'

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

৩৮) অপরূপ রূপ হেরি শ্যাম কোথা হে	'মালকোষ', 'আড়া'
৩৯) কতই ঘুমাও, উঠ ত্বরা যাও এখনি আন উমারে	'বিভাস', 'আড়া'
৪০) শিবে কি হবে ভবে (উপায় বল না)	'রামকেলী', 'ধীমা'
৪১) যাও যাও গিরি, আন তারা ত্বরা করি	'যোগিয়া', 'ধীমা'
৪২) আগে বলেছি রাধে প্রেম করো না	'রামকেলী', 'একতালা'
৪৩) মুরলী কেন বাজাও বঁধু এ নিশিতে	'রামকেলী', 'রূপক'
৪৪) কিসে তুমি ভালবাস, বুঝিতে নারি আভাস	'কানাড়া', 'ঠুংরি'
৪৫) প্রেম-রস আশা দিয়ে নিরাশ করিলে কেন	'কানাড়া', 'আড়া'
৪৬) যে মনে মন-প্রাণ হরিলে	'কানাড়া', 'একতালা'
৪৭) ভালবাসা আশা ভাল দিয়েছিলে প্রাণ	'কানাড়া', 'আড়া'
৪৮) কেও গজেন্দ্র গামিনী বামা যোগিন্দ্রমোহিনী	'কানাড়া', 'তিতালা'
৪৯) কুচ- কমল- কলিকা হের, না হয়ে মানিনী	'কানাড়া', 'আড়া'
৫০) পীরিতি প্রকাশে কিবা ফল	'কানাড়া', 'যৎ'

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

৫১) মন হারাইলাম হেরে ঐ মনোহরে	‘যোগীয়া’, ‘যৎ’
৫২) কি রূপ তার, কি গুণ তার	‘বাগেশ্রী’, ‘আড়া’
৫৩) প্রাণ থাকিতে কেমনে থাকিতে পারিব	‘বাগেশ্রী’, ‘আড়া’
৫৪) মরম-দুখ কহিব কারে, কহিতে হৃদ বিদরে	‘বাগেশ্রী’, ‘আড়া’
৫৫) মন-বারণ না মানে বারণ	‘বাগেশ্রী’, ‘আড়া’
৫৬) কি কর শিখর-রাণী বসিয়ে পুরে	‘আলাহিয়া’, ‘আড়া তিতাল’
৫৭) কেন দিন বয়ে যায়, ওরে মন দুরাশয়	‘আলাহিয়া’, ‘আড়া তিতাল’
৫৮) ওহে গিরি প্রাণ কেমন করে হেরিবরে উমারে	‘আলাহিয়া’, ‘আড়া তিতাল’
৫৯) ঐ দেখ, ওগো রাণী আইলো তব নন্দিনী	‘আলাহিয়া’, ‘আড়া তিতাল’
৬০) উঠ ওহে গিরি (কতই ঘুমাও)	‘আলাহিয়া’, ‘আড়া’
৬১) শিব শিব শম্ভু সদানন্দ শূলপাণি সর্ব্বেশ্বর	‘আলাহিয়া’, ‘আড়া’
৬২) সখি! সে মনে করে না কেন যার লাগি অপমান	‘গারা’, ‘ঢিমা তিতালা’
৬৩) কেরে বারিদবরণী কপালিনী সমর তরঙ্গে	‘চৈতি গৌরী’, ‘ঢিমা তিতালা’

৬৪) ভাব হেমজ-বরণী রাধারাণী কৃষ্ণবিলাসিনী মননে	‘চৈতি গৌরী’, ‘ঢিমা তিতালা’
৬৫) লাগিল নয়নে মনে কি ক্ষণে	‘মূলতানী’, ‘ঢিমা তিতালা’
৬৬) আনিয়ে কাননে সখী কেমনে	‘মূলতানী’, ‘ঢিমা তিতালা’
৬৭) হে বানেশ্বর হর-শঙ্কর	‘মূলতানী’, ‘ঢিমা তিতালা’
৬৮) প্রেম এমন কেমনে জানিব বল	‘মূলতানী’, ‘ঢিমা তিতালা’
৬৯) সতত রসনে পোষণে তোষণ করেছি নানা রসে	‘মূলতানী’, ‘ধামার’
৭০) রমনী রণে কেরে, নীরদরূপা কৃপাণকরে	‘কানাড়া’, ‘তেওট’
৭১) কি করিব সজনী	‘কানাড়া’, ‘তেওট’
৭২) শ্যামলবরণে কেও দাঁড়ায়ে কুঞ্জে	‘হামীর’, ‘একতাল’
৭৩) মহিমা অপার ওপার না পাইয়ে ত্যজেছে গরিমা	‘পূরবী’, ‘একতালা’
৭৪) মরি গিরি জায়া, একই গো মায়া	‘ছায়ানট’, ‘তেওট’
৭৫) বাণেশ্বর বামদেব শঙ্কর গিরীশ গিরিজাপতি	‘টৌড়ি’, ‘চৌতাল’
৭৬) ওগো মা রণরঙ্গে	‘দরবারী টৌড়ি’, ‘আড়া তিতালা’

ISSN 2321-4805

৭৭) হের রে ত্রিভঙ্গে নাচিতেছে রণরঙ্গে	‘দরবারী টোড়ি’, ‘আড়া তিতালা’
৭৮) মনেতে আশ (আমার)	‘আশোয়ারি টোড়ি’, ‘তিওট’
৭৯) কেরে হর-উরসি শ্যামা, মনোরমা গুণধামা	‘আশোয়ারি টোড়ি’, ‘তিওট’
৮০) অনেক আছে তোমার, আমার কেবল তুমি	‘আশোয়ারি টোড়ি’, ‘তিওট’
৮১) কালভয়- বারিণী, কপালিনী	‘গুঞ্জরী’, ‘তেওরা’
৮২) ভৈরবী ভবভাবিনী, ভারতী ভবানী ভবরানী	‘ভৈরবী’, ‘আড়া তেতালা’
৮৩) কে ওরে কাল-কামিনী, ভীষণনাদিনী	‘ভৈরব’, ‘ধীমা’
৮৪) কালী করুণাময়ী কখন বলিব না	‘ভৈরব’, ‘ধীমা’
৮৫) ভৈরবী ভব-বন্ধন নিবারিনী, ভগবতী ভব সীমন্তিনী	‘ভৈরব’, ‘ধীমা’
৮৬) যদি বাঁচিবারে মন সংসার চিররোগে	‘ভৈরব’, ‘ধীমা’
৮৭) মনে ভাবি না ভাবি সে রূপ তার	‘ভৈরব’, ‘ধীমা তেতালা’
৮৮) পুন মিলন যদি হয় তার সনে	‘ভৈরব’, ‘ধীমা তেতালা’
৮৯) কেন প্রাণ হেন করিলে হে বলনা	‘ভৈরব’, ‘ধীমা তেতালা’

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

৯০) বাসনাপুরে বাসনা হইল প্রেমরাজ অবিচারে	'ভৈরবী', 'তেওট'
৯১) রাধে রাধে রাধে বল মন	'ভৈরবী', 'ঢিমা তেতালা'
৯২) শাকম্ভরী গো শঙ্করী শিবে স্বামী শুভঙ্করী	'ভৈরবী', 'ঠুংরি'
৯৩) শুন হরদারা, কৃপাকর ত্বরা	'ভৈরবী', 'তিওট'
৯৪) কি হবে গো তারা আমার এবার	'ভৈরবী', 'ঢিমা তিতালা'
৯৫) রাণী মানা কর গোপালে	'ভৈরবী', 'ঢিমা তিতালা'
৯৬) কি হবে সখি বলনা	'ভৈরবী', 'যৎ'
৯৭) আপন ভাবিয়ে তারে করেছি যতন	'ভৈরবী', 'ঢিমা তেতালা'
৯৮) কি হ'লো প্রেম করি	'ভৈরবী', 'ঢিমা তেতালা'
৯৯) যে করে সেই জানে পীরিতেরি পরিচ্ছেদ	'ভৈরবী', 'ঢিমা তেতালা'
১০০) সাধে সখী সেই শ্যামে	'ভৈরবী', 'ঠুংরি'
১০১) মন ভাবরে ভবসাগরে তরণী বয়ে যায়	'বারোয়াঁ', 'ঠুংরি'
১০২) কিসে হইবে আমার তুমি পরের পরাণ	'বারোয়াঁ', 'ঠুংরি'

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

১০৩) যেও না রাজনন্দিনী সে নিকুঞ্জবনে	‘বারোয়াঁ’, ‘ঠুংরি’
১০৪) কেমনে দেখিলে বৃন্দে মম গোবিন্দে	‘বারোয়াঁ’, ‘ঠুংরি’
১০৫) তারে কি পাইব রে আর	‘বারোয়াঁ’, ‘ঠুংরি’
১০৬) মন যে মানে না নিষেধ	‘বারোয়াঁ’, ‘ঠুংরি’
১০৭) বিকল হইল যতন	‘বারোয়াঁ’, ‘ঠুংরি’
১০৮) বিরহ দুঃখ কারে কই	‘বারোয়াঁ’, ‘ঠুংরি’
১০৯) আমি কি আমাতে আছি	‘বারোয়াঁ’, ‘ঠুংরি’
১১০) যদি তার মনে বিচ্ছেদ হ’ল	‘ঝিঁঝিট’, ‘ঢিমা তিতালা’
১১১) বল কিসে তার মুখ নিরখিব না	‘ঝিঁঝিট’, ‘ঢিমা তিতালা’
১১২) নিজ গুণে তারো দীনজনে	‘ঝিঁঝিট’, ‘ঢিমা তিতালা’
১১৩) ত্বরা গৃহে চল প্রিয়ে,বাহিরে থেক না আর	‘ঝিঁঝিট’, ‘আড়া তিতালা’
১১৪) বহু যতনেতে প্রাণ হইল মিলন	‘ঝিঁঝিট’, ‘আড়া তিতালা’
১১৫) বার বার কত আর সহিব যাতনা	‘ঝিঁঝিট’, ‘আড়া তিতালা’

১১৬) আমার মনের দুঃখ মনে রহিল — ‘ঝিঁঝিট’, ‘ঢিমা তিতালা’

১১৭) হরিবোল ব’ল দিন যায় বিফলে — ‘ঝিঁঝিট’, ‘ঢিমা তিতালা’

১১৮) শ্রী রাধে চল নিকুঞ্জবনে (সাজগো ত্বরা করি) — ‘পরজ’, ‘ঢিমা তিতালা’

১১৯) দেখ ঝুলিছে কিশোর-কিশোরী — ‘পরজ’, ‘ঢিমা তিতালা’

১২০) কেও রমণী সমরে বিরাজে — ‘সুরট’, ‘যৎ’

১২১) যায় প্রাণ বিরহে বিরহী জনার — ‘সুরট’, ‘তিওট’

(কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর ২২০-৩৪)

[* উপরোক্ত গানগুলির তালনামের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ‘তিতালা’, ‘তেতালা’ শব্দগুলি বর্তমানে প্রচলিত ‘ত্রিতাল’-এর সমর্থক।

* উপরোক্ত গানগুলির ৩০ নং গানের রাগ নামের ‘চেতা গৌরী’ এবং ৬৩ ও ৬৪ নং গানগুলির রাগ নামে ‘চৈতী গৌরী’ রয়েছে। মূল গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক রাগ-রাগিণী সূচীতে আলাদা রাগ হিসাবেই মুদ্রিত আছে।

* উপরোক্ত যেসব গানের তালের নাম ‘ধীমা’ হিসাবে উল্লেখ আছে, সেগুলিকে ‘ধীমা ত্রিতাল’ তালে নিবদ্ধ আছে ধরে নিতে হবে]

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তথ্যসূত্র

মুখোপাধ্যায়, সুরেন। *বাংলা সংগীত চরিতাভিধান*। কলকাতা: কাজল প্রকাশনী, ২০১৭। প্রিন্ট।

বিশ্বাস, মীনাক্ষী। *পরম্পরা*। কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩। প্রিন্ট।

রাগসাগর, শ্রী কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব। *সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম*। কলকাতা: বিশ্বকোষ কুটীর, ১৯৭৩। প্রিন্ট।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ও অঞ্জলী বসু সম্পা.। *সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান* (১ম খন্ড)। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০২। প্রিন্ট।